মেহেরপুর হাসপাতালে চিকিৎসককে লাঞ্চিত করলেন রাবেয়া মেডিকেল সার্ভিসের মালিক লতিফ (ভিডিওসহ)

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে সদ্য যোগদান করা মেডিকেল অফিসার ডা. আবু হাসান মোহাম্মদ ওয়াহেদ (রানা) কর্তব্যরত অবস্থায় লাঞ্চিত হলেন এক ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিকের কাছে।

গত বৃহস্পতিবার রাতে কর্তব্যরত অবস্থায় হাসপাতালের ইমার্জেন্সী চিকিৎসকের রুমে অনধিকার প্রবেশ করে রাবেয়া মেডিকেল সার্ভিস এর মালিক আব্দুল লতিফ তাকে অশ্রাব্য ভাষা গালিগালাজসহ হুমকি প্রদান করেন। এর পর থেকে তিনি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন। ওই ঘটনার একটি ভিডিও চিত্র মেহেরপুর প্রতিদিনের কাছে এসে পৌছেছে।

ভিডিও টি নিয়ে কথা হয় হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা ডা. মোখলেসুর রহমানের সাথে, তিনি বলেন, চিকিৎসক যদি অপরাধ করে থাকেন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ আছে। কিন্তু বিষয়টি উর্দ্ধতন কর্র্তৃপক্ষকে না জানিয়ে সরকারি দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের মালিক তার সাথে যে ভাষায় কথা বলেছেন এবং হুমকি প্রদান করেছেন তা ক্ষমার অযোগ্য। এর পর থেকে ওই চিকিৎসক হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন। এমনকি আমাদের সাথে যোগাযোগও বন্ধ করে দিয়েছেন।

লাঞ্চিত চিকিৎসক আবু হাসান মোহাম্দ ওয়াহেদের সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। ঘটনার পর থেকে তিনি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকায় কারো সাথে যোগাযোগ করছেন না এমনটি খবর পাওয়া গেছে।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. রফিকুল ইসলাম বলেন, ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের কোন মালিক হাসপাতালে এসে কোন চিকিৎসককে অশালিন ভাষায় কথা বলতে পারেন না অথবা হুমকি প্রদান করতে পারেন না। এ বিষয়ে রাবেয়া ডায়াগনষ্টিক সেন্টার মালিক আব্দুল লতিফের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তবে এ ব্যাপারে রাবেয়া মেডিকেল সার্ভিসেস এর মালিক আব্দুল লতিফের মোবাইলে শনিবার দুপুর পৌনে ২টার দিকে ফোন করা হয়। ফোন বন্ধ থাকায় তার সাথে কথা বলা সম্ভব হয়নি।

মেহেরপুরে ওমিক্রন প্রতিরোধে তথ্য অফিসের প্রচারণা

মেহেরপুরের বিভিন্ন জায়গায় করোনা ভাইরাসের বিশেষ ভেরিয়েন্ট ওমিক্রণ এর প্রাদুর্ভার রোধে সরকারের জারিকৃত বিধি নিষেধের প্রচারণা চালিয়েছে মেহেরপুর জেলা তথ্য অফিস।

শুক্রবার সকাল থেকে মেহেরপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ সকল সড়কে প্রচারণা অভিযান চালানো হয়।

গত ১০ জানুয়ারি করোনা সংক্রমণ রোধে ১১টি বিধি-নিষেধ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। যা গত ১৩ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হচ্ছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, জনসাধারণকে অবশ্যই বাড়ি বাইরে গেলে মাস্ক পরিধান করতে হবে। স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন নিশ্চিতে সারা দেশে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হবে। রেস্তোরাঁয় বসে খাবার গ্রহণ ও আবাসিক হোটেলে থাকার জন্য অবশ্যই টিকা সনদ দেখাতে হবে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এ ১১ দফা নির্দেশনা মেনে চলতে হবে।

১১ দফা নির্দেশনা হলো:

১. দোকান, শপিংমল ও বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতা এবং হোটেল-রেঁস্তোরাসহ সব জনসমাগমস্থলে বাধ্যতামূলকভাবে সবাইকে মাস্ক পরিধান করতে হবে।

২. অফিস-আদালতসহ ঘরের বাইরে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনে ব্যত্যয় রোধে সারাদেশে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।

৩. রেঁস্তোরায় বসে খাবার গ্রহণ এবং আবাসিক হোটেলে থাকার জন্য অবশ্যই করোনা টিকা সনদ প্রদর্শন করতে হবে।

৪. ১২ বছরের ঊর্ধ্বের সকল ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের পরে টিকা সনদ ছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না।

৫. স্থলবন্দর, সমুদ্রবন্দর ও বিমানবন্দরসমূহে স্ক্রিনিং-এর সংখ্যা বাড়াতে হবে। পোর্টসমূহে ক্রু-দের জাহাজের বাইরে আসার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করতে হবে। স্থলবন্দরগুলোতেও আগত ট্রাকের সাথে শুধুমাত্র ড্রাইভার থাকতে পারবে। কোনো সহকারী আসতে পারবে না। বিদেশগামীদের সঙ্গে আসা দর্শার্থীদের বিমানবন্দরে প্রবেশ বন্ধ করতে হবে।

৬. ট্রেন, বাস এবং লঞ্চে সক্ষমতার অর্ধেক সংখ্যক যাত্রী নেওয়া যাবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কার্যকারিতার তারিখসহ সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা জারি করবে। সর্বপ্রকার যানের চালক ও সহকারীদের আবশ্যিকভাবে কোভিড-১৯ টিকা সনদধারী হতে হবে।

৭. বিদেশ থেকে আগত যাত্রীসহ সবাইকে বাধ্যতামূলক কোভিড-১৯ টিকা সনদ প্রদর্শন ও Rapid Antigen Test করতে হবে;

৮. স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন এবং মাস্ক পরিধানের বিষয়ে সকল মসজিদে জুমার নামাজের খুতবায় ইমামগণ সংশ্লিষ্টদের সচেতন করবেন। জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ এ বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।

৯. সর্বসাধারণের করোনার টিকা এবং বুস্টার ডোজ গ্রহণ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় প্রচার এবং উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সহায়তা গ্রহণ করবে।

১০. কভিড আক্রান্তের হার ক্রমবর্ধমান হওয়ায় উন্মুক্ত স্থানে সর্বপ্রকার সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং সমাবেশসমূহ পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত বন্ধ রাখতে হবে।

১১. কোনো এলাকার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে সেক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা নিতে পারবে।

মেহেরপুরে সিপিবির জেলা শাখার সম্মেলন

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) মেহেরপুর জেলা শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার সকালে মেহেরপুর পুরাতন বাসস্ট্যান্ড কার্যালয়ে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কমরেড জালাল উদ্দিন।

কমরেড শহিদুল ইসলাম কাননের সঞ্চালনায় সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) এর কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা কমরেড এস.এ রশিদ।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, কমরেড আক্কাস আলী, শহিদুল ইসলাম, সিদ্দিকুর রহমান, আরজ আলী, মিজানুর রহমান, আব্দুল জব্বার, মোহাদ্দেস আলী, রফিকুল ইসলাম, মোশারফ হোসেন, মহাদেব সাহা প্রমুখ।

সম্মেলন পরবর্তীতে কমরেড জালাল উদ্দিনকে সভাপতি এবং কমরেড শহিদুল ইসলাম কাননকে সাধারণ সম্পাদক করে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট মেহেরপুর জেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বিএম স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে উপবৃত্তির টাকা

আত্মসাতের অভিযোগ

মেহেরপুর বিএম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোঃ রোকন নামের এক ছাত্রের উপবৃত্তির টাকা আত্মসাত করার অভিযোগ উঠেছে স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুরাইয়া পারভীনের বিরুদ্ধে।

জানা গেছে, রোকন বিদ্যালয়ে ভর্তির পর থেকে ৪৫০ টাকা করে উপবৃত্তি পেয়ে আসলেও করোনাকালীন প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা মোতাবেক ১৮শ টাকা পাওয়ার সময় জোরপূর্বক উপবৃত্তির টাকা পাওয়ার মোবাইল নম্বর পরিবর্তন করেন প্রধান শিক্ষক সুরাইয়া পারভীন এমনই অভিযোগ রোকনের পিতা মোঃ তুহিনের।

রোকনের পিতা তুহিন অভিযোগ করে বলেন, আমার ছেলে রোকন শিশু শ্রেণি থেকেই বিএম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে। প্রথম থেকেই আমি আমার ০১৯১৪ ৬৫৩৩৪১ নম্বরে ৪৫০ টাকা করে উপবৃত্তির টাকা পেয়ে আসছি। করোনাকালীন প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দেন ছাত্রছাত্রীদের ১৮শ করে টাকা প্রদান করা হবে।

আমার মোবাইল নম্বর সচল থাকা সত্ত্বেও কোন অভিযোগ ছাড়াই আমার স্ত্রীকে অনেকটা বাধ্য করেই প্রধান শিক্ষক আমার মোবাইল নম্বর পরিবর্তন করে আমার স্ত্রীর মোবাইল নম্বর দিতে বলেন। আমার স্ত্রী নম্বর পরিবর্তন করতে রাজি না হলেও আমার মোবাইল নম্বর পরিবর্তন করে আমার স্ত্রীর মোবাইল নম্বর নেন প্রধান শিক্ষক।

জানতাম আমার নাম্বার বন্ধ বা সিম নষ্ট হয়ে গেছে বা অন্য কারও নম্বরে উপবৃত্তির টাকা নিচ্ছি সেক্ষেত্রে নম্বর পরিবর্তন করলে কোন সমস্যা ছিলো না। আমার ছেলের উপবৃত্তির টাকা আমার নম্বরে আসছে তাহলে কোন কারণে প্রধান শিক্ষক আমার নম্বর পরিবর্তন করলেন এটাই আমার প্রশ্ন।

আবার জানতাম আমার নম্বরের পরিবর্তে আমার স্ত্রীর নম্বরে টাকা আসছে সেটাও হয়নি। আমার একটাই প্রশ্ন কেন বা কোন কারণে আমার নম্বর পরিবর্তন করে উপবৃত্তির টাকা কাকে দেওয়া হলো।

তারপর থেকেই আমি বা আমার স্ত্রীর নম্বরে উপবৃত্তির টাকা আর আসেনি। ১৮শ টাকা তো পেলাম না যে ৪৫০ টাকা পেতাম সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু আমিই না আমার মতো অনেক অভিভাবক এমন পরিস্থিতির স্বীকার। যে কারণে আমি আমার ছেলের ছাড়পত্র নিয়ে অন্যত্র ভর্তি

করেছি।

এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষক সুরাইয়া পারভীন বলেন, নম্বর পরিবর্তনের সুযোগ থাকে। উপবৃত্তির বিল হওয়ার সময় উপরের নির্দেশনা আসে যদি কোন নম্বর পরিবর্তন করা লাগে পরিবর্তন করে দিতে হয়। কারণ অনেকেই বিভিন্ন আত্মীয় স্বজনদের নম্বর দিয়ে থাকে। তিনি আরও বলেন, আমার বিল করা পর্যন্ত জানি। টাকা আমরা দেখিও না, ছুঁইও না, জানিও না।

নম্বর পরিবর্তন করেছেন কি না জানতে চাইলে নম্বর পরিবর্তনের কথা স্বীকার করে তিনি বলেন বিল দেখে বলতে হবে। তবে উনারা যে অভিযোগ করেছেন তা মিথ্যা, ঠিক না।

মেহেরপুর জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপের নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিল সম্পন্ন

মেহেরপুর জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপের দ্বিবার্ষিক নির্বাচন উপলক্ষে মনোনয়নপত্র দাখিল সম্পন্ন হয়েছে।

বৃহস্পতিবার মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ দিনে প্রার্থীরা তাদের মনোনয়নপত্র জমা দেন। ২৭ টি পদের বিপরীতে ২৮ জন প্রার্থী প্রতিদন্দিতার জন্য তাদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।নির্বাচনে কেবলমাত্র সভাপতি পদে ২ জন । বাকি পদগুলোতে একজন করে তাদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। আগামী ২ ফেব্রুয়ারি মেহেরপুর জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ।

এসময় মেহেরপুর জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপের নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ আল-আমিন ধূমকেতু, সদস্য মাহাবুব চান্দু, নুরুল আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে জোড়া খুনের আসামিদের ফাঁসির দাবিতে মানববন্ধন

মেহেরপুরেরর গাংনী উপজেলার লক্ষ্মীনারয়নপুর ধলা গ্রামের একই পরিবারের তিনভাইকে নৃশংসভাবে হত্যার ঘটনায় দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবীতে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসি ও নিহতের পরিবার।

বৃহস্পতিবার বিকেলে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্বরে মানববন্ধনের আয়োজন করেন এলকাবাসী ও নিহতের পরিবার। স্থানীয় ইউপি সদস্য আজমাইন হোসেন টুটুলের নেতৃত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন নিহত জাহারুল ইসলামের মেয়ে চম্পা আরা খাতুন, এলাকাবাসী কামরুজ্জামান পল্টু, দিপ্তি, এনামুল হক সহ স্থানীয়রা।

বক্তব্যে এলকাবাসী জনায়. ধলা গ্রামের আতিয়ার রহমান ও তার লোকজন একের পর এক একই পরিবারের এনামুল হক লইলো, জাহারুল ইসলাম ও সাহাদুল ইসলামকে প্রকাশ্যে পুর্ব পরিকল্পিতভাবে খুন করে। ২০১৭ সালের ২৯ জুলাই লইলো মিয়াকে খুন করে আতিয়ার ও তার লোকজন। এবিষয়ে একটি হত্যা মামলার প্রধান আসামী আতিয়ার রহমান। উক্ত মামলা তুলে নিতে মামলার বাদী আজমাইন হোসেন টুটুলকে হুমকি দেয় আতিয়ার গং। মামলা তুলে না নেয়ায় পুর্ব পরিকল্পিত ভাবে আতিয়ার গং জামিনে থেকে গত ৮/১১/২০২১ ইং তারিখ সকাল ৯ টার সময় জাহারুল ইসলাম ও সাহাদুল ইসলাম দুই ভাইকে কুপিয়ে খুন করে পালিয়ে যায়।

এবিষয়ে গাংনী থানায় দুটি হত্যা মামলা দায়ের হলে ৬৬ জন আসামীর মধ্যে কয়েকজন আসামী গ্রেপ্তার হয়। পরে হাইকোর্ট থেকে ৪ সপ্তাহের জন্য অন্তবর্তীকালিন জামিন নেয় ৫৬ জন। ৪ সপ্তাহের জামিন সময় পার হলে মেহেরপুর নিম্ন আদালতে আত্নসমর্পন করেন তারা। মামলার ৫৬ আসামী বর্তমানে জেলহাজতে রয়েছে।

নিহত জাহারুলের স্ত্রী শেফালী বলেন, আমার স্বামীকে হত্যার পর তারা আমাদের গ্রাম ছেড়ে দেয়ার হুমকি দিচ্ছে । আমরা এখন নিরাপত্তহীনতায় দিন কাটায়। নিহত সাহাদুলের স্ত্রী জামিরন নেছা বলেন, আমার স্বামী ও দুই দেবর কে খুন করে আতিয়ার ও তার লোকজন। যে কোনো সময় আমাদের ওপর আবারও হামলা করতে পারে। আমাদের

পরিবারের পর্যায়ক্রমে তিনজনকে একেরপর এক খুন করে তারা গ্রামের বুক উচিয়ে বেড়ায়। এবং তারা আমাদের বংশের কাউকে বাঁচিয়ে রাখবেনা বলেও হুমকি দেয়। আমরা আমাদের পরিবারের লোকজনকে আতিয়ার বাহিনীর হাতে রক্ষা করতে পারছিনা। তারা দুর্ধর্ষ বলে এলকার কেউ তাদের ভয়ে মুখ খূলতে পারেনা। যারা আমাদের পরিবারের তিনজনকে নৃশংসভাবে প্রকাশ্যে হত্যা করেছে তাদের ফাঁসির দাবী করেন নিহতের পরিবারসহ এলাকাবাসী।

গাংনীতে মিষ্টি ভেবে শিশুর বিষপান

ফসলে দেওয়ার জন্য দানা বিষ রেখেছিলেন ঘরে। অবুঝ শিশু ভুল করে ২ বছর বয়সী তামজীদ হোসেন সে বিষ খেয়ে ফেলেছে। এখন তামজিদ হোসেন কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তামজিদ হোসেন নড়াইল জেলার তারিক হোসেনের ছেলে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৩ জানুয়ারী) বেলা আড়াইটার দিকে নানা বাড়ি মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাফানিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। ঘরের টেবিলের উপর জমিতে দেওয়ার জন্য রাখা দানা বিষ পান করে ফেলে শিশুটি।

মূমূর্ষ অবস্থায় তাকে গাংনী হাসপাতালে নিলে ডাক্তার তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) এমকে রেজা জানান, শিশুটি বিষ খেয়ে ফেলেছে। তার শরীরে এখনও বিষ আছে। এখানে শিশুদের বিষ উঠানোর কোনো ব্যবস্থা নেই। তাই তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ২৫০ সয্যা বিশিষ্ট কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়ে হয়েছে।

গাংনীতে গাঁজাসহ একজন আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে এক কেজি গাঁজাসহ রিপন (৩০) নামের একজনকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশ।

বৃহস্পতিবার দুপুর পৌনে ৩ টার দিকে উপজেলার মাইলমারী স্কুল পাড়া থেকে এক কেজি গাঁজাসহ তাকে আটক করা হয়। আটককৃত রিপন উপজেলার লক্ষীনারায়ণপুর ধলা গ্রামের হারেজ উদ্দিনের ছেলে।

ডিবি পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গাংনী উপজেলার মাইলমারী গ্রামের স্কুল পাড়া এলাকা দিয়ে মাদক পাচার হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিবি পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী, এস আই (নি:) অজয় কুমার কুন্ডু, এস আই সুলতান মাহমুদসহ মাইলমারী স্কুল পাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে রিপনকে আটক করেন।

এ সময় তার কাছ থেকে এক কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা রুজু প্রক্রিয়াধীন।

মুজিবনগর উপজেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত করার লক্ষ্যে আলোচনা সভা

মুজিবনগর উপজেলার ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার খুঁজে তাদেরকে ভূমি এবং গৃহ প্রদানের মাধ্যমে, ভূমিহীন ও গৃহহীন উপজেলা হিসেবে ঘোষণা করার লক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়াম এ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকারের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা

চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস।

আরও পড়ুন গাংনীতে প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের অন্যতম সদস্য রফিকুল ইসলাম তোতা, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন, উপজেলা কৃষি অফিসার আনিসুজ্জামান খান, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আব্দুর রব, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আয়ূ্ব হোসেন, দারিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এ এস এম মাহবুব আলম রবি। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন উপজেলার ৪ ইউনিয়নের ওয়ার্ড সদস্য সদস্যাবৃন্দ।

আরও পড়ুন পাসপোর্টের সূচকে পাঁচ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ

আলোচনা সভায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার বলেন, আগামী ১৪ জানুয়ারি হতে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত উপজেলার গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারের আবেদন গ্রহণ করা হবে। সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী সঠিক তদন্তের মাধ্যমে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার বাছাই পূর্বক তাদেরকে গৃহ ও ভূমি প্রদান করা হবে। গৃহহীন, ভূমিহীন পরিবার বাছাইয়ের জন্য তিনি জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক ও উপজেলা বিশিষ্ট জনদের কাছে সহযোগিতা কামনা করেন।

তিনি আরো বলেন, মুজিবশতবর্ষ কেউ গৃহহীন ও ভূমিহীন থাকবে না, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ২০২২ সালের জুন-জুলাইয়ের মধ্যে মুজিবনগর উপজেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীন উপজেলা হিসেবে বাস্তবায়ন করা হবে।

মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগ:: একই কমিটি ১৮ বছর

তিন বছর মেয়াদে মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগ গঠন করা হলেও বর্তমানে এই কমিটির বয়স ১৮ বছর। কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে ১৫ বছর অতিবাহিত

হলেও গঠন হয়নি মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের নতুন কমিটি। ইতোমধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ও উপদেষ্টা সদস্যদের অনেকেই মৃত্যুবরণ করেছেন। শুধুমাত্র কমিটি না হওয়ার কারণে মৃতরাও গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করে আছেন।

বর্তমান এ কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম। তিনি সদর উপজেলা চেয়ারম্যান। সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মো: আক্কাস আলী।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, ২০০৩ সালের ৭ আগস্ট তিন বছর মেয়াদে ৬৭ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কার্যকরী কমিটি ও ১৭ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ নিয়ে মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে দীর্ঘ ১৫ বছর অতিবাহিত হলেও নতুন কমিটির মুখ দেখেনি দলটির নেতাকর্মীরা। দীর্ঘ এই ১৮ বছরে কার্যকরী কমিটির ৭জন এবং উপদেষ্টা পরিষদের ৮জন মৃত্যুবরণ করেছেন।

মৃতবরণকারী নেতারা হলেন, কার্যকরী কমিটির সহ-সভাপতি ডাঃ ওমর ফারুক, দপ্তর সম্পাদক খোকন মিয়া, সদস্য খাদেমুল ইসলাম, হারুন অর রশিদ হারু, পন্টু মিয়া, জহির রায়হান সেন্টু, মোশারফ মন্ডল।

উপদেষ্টা পরিষদের মধ্যে আব্দুল মজিদ মাস্টার, মাহাবুবুর রহমান মধু, আব্দুল গণি, আব্দুল মহিত লাল্টু, আমজাদ হোসেন, বাবুল মিয়া, রফিকুল ইসলাম রফিক, শ্রী মহিমা রনজন পাল বাটুল বার্ধক্যজনিত ও বিভিন্ন কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন।

দীর্ঘদিন একই কমিটি থাকায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা দেখা গেছে এমন প্রসঙ্গে তুলে কমিটির কয়েকজন সদস্য বলেন, কমিটিতে যিনি সভাপতি বা সেক্রেটারি হন না কেন, নতুন কমিটি হলে কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আসে। একই কমিটি দীর্ঘদিন থাকলে সেই কমিটি নিয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এগিয়ে নেওয়া কঠিন হয়ে পেড়ে। বর্তমানের পৌর আওয়ামী লীগের সে ধরণের ঘটনায় ঘটছে। দ্রুত কাউন্সিলের মাধ্যমে নতুন কমিটি গঠনের দাবি জানান তারা। তবে কিছ’দিন আগে পৌর এলাকার কয়েকটি ওয়ার্ড সম্মেলন ও কমিটি গঠন করা হলে বর্তমান কমিটির সাধারণ সম্পাদক সেগুলো মানতে নারাজ। তিনি জানিয়েছেন, নতুন কেও সব ওয়ার্ড কাউন্সিল করে কমিটি গঠন করা হবে।

বর্তমান কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আসলাম খান পিন্টু বলেন, কবে কমিটি গঠন হয়েছে তা আমার নিজেরই মনে নেই। দীর্ঘ ১৫ বছর মেহেরপুর শহর আওয়ামী লীগের কমিটি না হওয়া খুবই দুঃখজনক। এর আগে বেশ

কয়েকবার কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হলেও বিভিন্ন কারণে তা সম্ভব হয়নি। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দরা এসে কমিটি গঠনের কথা বললেও এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। আমরা চাই দ্রুত কমিটি গঠন করা হোক।

পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আক্কাচ আলী বলেন, নতুন কমিটি গঠনে আমি ৫ থেকে ৭ বার চেষ্টা করেছি। আগামী কমিটিতে আমি সভাপতি প্রার্থী। দলের নেতাকর্মীরা যদি মনে চায় আমাকে রাখবে না হয় রাখবে না, সিদ্ধান্ত তাদের কিন্তু আমি চাই কমিটিটা হোক। মূলত আমি ২০০৮ সাল থেকে চেষ্টা করছি এই কমিটির জন্য। ২০০৮ সালে আগে থেকে বিভিন্ন আন্দোলন বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে কমিটি হয়নি। কিন্তু পরে কমিটি হওয়ার সুযোগ ছিলো। পরে যেই কাউন্সিলের জন্য সবকিছু রেডি করি তখনই দলের নেতাকর্মীরা ঝামেলা পাকিয়ে বসে। তাছাড়া দলের মধ্যে তো গ্রুপিং আছেই। কেউ চায় কমিটি হোক, কেউ চায় না। অনেকেই চায় তাদের পছন্দের লোক হোক, পকেটের লোক হোক। ২০১৪ সালেও আমাদের প্রতিমন্ত্রী সে সময় এমপি ছিলেন উনিও যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন কিন্তু অন্যান্য নেতারা বাধাগ্রস্ত করেছে। বাধাগ্রস্ত করলে তো কোন কাজ হয়না। অন্যান্য নেতার চায় না কমিটি হোক। সবাই চাই পকেটের লোক হোক। তবে আশা করছি আগামী ফেব্রুয়ারি বা মার্চে কমিটি গঠন হবে।

পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম বলেন, ইতোপূর্বে তিনবার কাউন্সিলের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হলেও তা সম্ভব হয়নি। সর্বশেষ গত নভেম্বরে কাউন্সিল হবার কথা থাকলেও সেটাও সম্ভব হয়নি।